দৈনিক ইনকিলাব

61

তারিখ ... APR. ৩ 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ...

ঢাবি'তে ছাত্র দলের শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশে পুলিশ ও ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ ১ ছাত্র গুলীবিদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল (বুধবার) জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশে পুলিশ এবং সরকার সমর্থক ছাত্র লীগ সন্ত্রাসী ক্যাডারদের সশস্ত্র হামলায় একজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়। ছাত্র লীগ ক্যাডারদের নারকীয় তাণ্ডবলীলায় গোটা ক্যাম্পাসে এ সময় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটাছুটি করার সময় আতংকে একজন ছাত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পুলিশ এ সময় ছাত্র দল নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে গ্রেফতার করে। ছাত্র দল নেতা-কর্মীদের সাথে পুলিশ এ ছাত্র লীগ ক্যাডারদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় ১৫/১৬ রাউন্ড গুলী বর্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ ও গাড়ী ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ সময় ৪/৫ রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে।

কক্সবাজারে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ী বহরে সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে ছাত্র দল গতকাল এ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছিল। ছাত্র দলের সমাবেশে ছাত্র লীগ ও পুলিশের এ হামলার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ৫টি বাম ছাত্র সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল ও সমাবেশ করে। ছাত্র দল এ ঘটনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে।

গতকাল ছাত্র দলের মিছিল ও সমাবেশ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বেলা ১২টার দিকে ছাত্র দলের একটি বিশাল মিছিল মধুর কেন্টিন থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ডাকসু ভবনের

৫-এর পাতায় দেখুন

...লেনের গুলিতে আহত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ...

ঢাঃবিঃতে ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশে পুলিশ ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্মুখে সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্র দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালে পুলিশের সহায়তায় সরকার সমর্থক অজ্ঞাত পরিচয়ধারী একদল সশস্ত্র যুবক সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে সমাবেশে হামলা চালিয়ে ডাকসু ভবনের সামনে দাঁড়ানো ছাত্র দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে জাপটে ধরে। তারা এ সময় ছাত্র দল নেতা টুকুকে টেনে-হিঁচড়ে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দিকে নিয়ে যায়। ছাত্র দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ এ সময় টুকুকে ছাড়িয়ে আনার জন্য মাইক্রোবাসের পিছু ধাওয়া করেও ব্যর্থ হয়। পরে জানা গেছে, অজ্ঞাত পরিচয়ধারী সশস্ত্র যুবকরা টুকুকে রমনা থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

টুকুকে নিয়ে যাওয়ার পর ছাত্র দল কর্মীরা সমাবেশ স্থলে ফিরে আসলে নেতা-কর্মীরা সুসংগঠিত হয়ে টুকুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ভিসি কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, লেকচার থিয়েটারের সম্মুখে ছাত্র দলের জঙ্গী মিছিল থেকে তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ও দুই রাউন্ড পিস্তলের ফাঁকা গুলীবর্ষণ করা হয়। পুলিশ এ সময় ছাত্র দলের মিছিলে ধাওয়া করে পাঁচ রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। পুলিশী ধাওয়ার মুখে ছাত্র দল নেতা-কর্মীরা রেজিস্ট্রার বিল্ডিং, আইইআর ভবনসহ বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। ছাত্র দল কর্মীদের একাংশ বিজনেস স্টাডিজ ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে ভবনের গেট বন্ধ করে দেয়। বিক্ষোভরত ছাত্র দল কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে একটি ট্রাকসহ ভাঙচুর করে। এ সময় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণরত ছাত্র লীগের একটি মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একদল ক্যাডার ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্র দলের মাইকগুলো ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। মাইক ভাঙচুর করার পর ১৫/২০ জন ছাত্র লীগ ক্যাডার লেকচার থিয়েটারের সামনে

ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া করে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় পিস্তলের ৫/৬ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে ছাত্রদল কর্মীদের ধরার জন্য বিজনেস স্টাডিজ ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এলোপাতাড়ি আরও ৫/৬ রাউন্ড গুলী বর্ষণ করলে দোতলায় দাঁড়ানো ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মোস্তাফিজের বাম কনুইতে গুলী লাগে। এরপর ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদের সমাবেশে যোগ দেয়। মোস্তাফিজকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রলীগ মোস্তাফিজকে তাদের কর্মী বলে দাবী করেছে।

এ সময় কলাভবনের আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। সকলেই নিরাপদ স্থানে চলে যায়। এ সময় মরিয়ম আক্তার রীনা নামে লোক প্রশাসন বিভাগের [illegible] একজন ছাত্রী ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে। পরে তার [illegible] তাকে রিকশায় তুলে নিয়ে যায়। বেলা ১টার দিকে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

প্রতিবাদ সমাবেশ

ছাত্রদলের সমাবেশে ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, সাব্বাহ আলী খান কলিন্স এবং খোকন দাস। নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রেফতার ও হামলা চালিয়ে অতীতে কোন সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি, বর্তমান সরকারও পারবে না।

এছাড়া ৫টি বাম ছাত্র সংগঠন (ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রঐক্য ফোরাম, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ) তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করে। ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জোনায়েদ সাকী, বিএম শামীমুল হক, শহীদুল ইসলাম সবুজ, হাসান ইমাম রুবেল।

এছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদল শাখা কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। কলেজ ছাত্রদল সভাপতি মিজানুর রহমান শিশিরের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসাধারণ সম্পাদক হাসান মঞ্জুর, ছাত্রসমাজ নেতা শাহাদাৎ কবীর চৌধুরী, এমএ মান্নান, গোলাম শামস তাবরেজ, খান শিহাবুদ্দীন সুমন প্রমুখ।

আগামী সোমবার ছাত্রদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুকে গ্রেফতার এবং সমাবেশে হামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল আগামী সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে। গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের এক জরুরী সভায় এ কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ঢাঃবিঃ কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিটি গঠন

গতকাল সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশসহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর মোঃ শাহাদত আলীকে আহবায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বাকি দু'সদস্য হচ্ছেন কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ ও প্রক্টর প্রফেসর এ কে এম নূর উন নবী। সভায় মত ব্যক্ত করে বলা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible]